ছড়ার বাঁধন ছিঁড়তে নারি

ডলি নন্দী

ঠাম্মা-দিম্মারমুখে শুনতাম কত শত ছড়া
কখনো তালাগতো মিঠে কখনো বা কড়া।।
তারই থেকেশোনাবো আজ যা করেছি জমা
পুরোনোদিনের কথাতে ভুল থাকলে করবেন ক্ষমা।।

তখনকারএকান্নবর্ত্তী পরিবারে ঠাকুমা , দিদিমা, ও বর্ষীয়সী মহিলাদের সাহচর্যে, আদরআর কথায় কথায় ছড়া ছিল। ছোটবেলায় এরকম বহু ছড়া শুনেছি। ভুলেও গেছি অনেক। যতটুকু মনে আছে তা স্মরণ করবার চেষ্টা করছি মাত্র।
ছোট বেলায়সাজতে ভালবাসতাম। আয়নার সামনে বার বার দাঁড়িয়ে সাজ ঠিক করতাম। ঠাকুমা বলতেন -

ভাবুনী লো ভাবুনী ঘরপুড়ে যায়।
যাক্‌গে মোর ঘর পুড়েভাবন বয়ে যায় ।।

সাজটাকেওঁনারা ভাবন করা বলতেন। চুল পিঠেফেলার, বড় চুল দেখানোর চেষ্টা করলে দিদিমা বলতেন -
উঠতে চুল খুঁটতে শুকোয়।
ডুব দিলে চুল আপনি শুকোয়।।
কোনো কারণেকোথাও যাওয়া বন্ধ হলেই বলতেন--

সেজেগুজে রইনু বসে।
নিয়ে গেলো না চোপার দোষে।।

আরও বলতেন --
সাজা গোজা সার

পাল্কীআসা ভার।।

রূপোরপাঁয়জোড় ঘুঙুর-এর মত ঝম্‌ঝম্‌ করে বাজিয়ে, বড় শাড়ী পরে সামলাতেহিম্‌সিম্‌ খাচ্ছি। সেই সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি--

যাষ্টাঙ্গেনেই আঁচলা।
গোদাপায়ে পাঁচলা।।

তখনকার দিনেবিয়ের সময় পায়ে মল আর অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় পায়ের আঙ্গুলেচুটকী বা আঙটি পরতো। কোনোকাজ পরে করার বদলে আগে হলেই বলতেন-

কতসাধ যায় গো চিতে।
মলেরআগে চুটকী দিতে।।

বড় হওয়ারআশায় শাড়ী পরে আঁচলে চাবি বাঁধলেই শুনতে পেতাম-

ঘরে নেই ঘটী বাটী।
কোমরেচাট্টি চাবি কাটি।।

ছাতে আচারশুকোতে দিলে চুরি করে খেয়ে তার মজা ভোগ করতে ভাল লাগতো। কিন্তু কিছুতেই স্বীকার না করলে আবারছড়া-

ঘরেবসে কর কর্ম।
ওপরেবসে দেখছে ধর্ম।।

এদিকে টক্‌আচার খেয়ে কাশি শু হলে বকুনি যদি কপালে জুটতো, আমাদের মুখ রাগেগোমরা হয়ে যেতো। আর কানেআসতো-

উচিতকথা বলে গেলে বন্ধু বিগড়ে যায় ।
পেটভরে খেতে গেলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ।।

খেলার সঙ্গীর অভাব হ'ত না, অনেকভাইবোন থাকার ফলে। কিন্তু খুন্‌শুটিআর ঝগড়াও হত। একে অপরের কোনোজিনিস নিলে তাকে বুঝিয়ে বলতেন -

পরের সোনা দিওনা কানে।
কানযাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে ।।

নিজেদের ছাড়াঅপরের আলোচনায় মশগুল থাকলেই বলতে শুনেছি -

জিয়োলোনা জিয়োলো মাসী।
ঝালখেয়ে ম'ল পাড়া পড়শী ।।

দূর সম্পর্কেরআত্মীয়ের পরিচয় দিতে গেলেই মুস্কিলে পড়তাম। মজা করে বলতেন তখন পরিচয়--

সয়েরবরের বকুল ফুলের ।
বোনপোবউ-এর ভাগ্নী জামাই ।।

অন্যায় করেতো ঢাকা দিতে কত জেদই না করেছি। কিছুতেই কবুল করিনি। তখন শুনেছি -

হয়কথাকে নয় করে-
তাকেলোকে ভয় করে ।।

দুষ্টুমিকরে অস্বীকার করা সহজাত প্রবৃত্তি। সকলের আলোচনার মাঝে ফস্ করে আমি কিছু জানি না বলামানেটা খুব পরিষ্কার। আবার ছড়া -

পড়লোকথা সবার মাঝে।
যারকথা তার গায়ে বাজে ।।

কথা বেশীবলতাম, সকলের কাছ থেকে জিনিস নিতাম। কাউকে বলতেও দিতাম না জিনিস দিতাম না। দেখে ঠাকুমা বলতেন -

খেতেপারি নিতে পারি দিতে পারিনো।
বলতেপারি কইতে পারি সইতে পারিনা ।।

খেলার সময়বৃষ্টি বড়লে সবাই একসঙ্গে বলতাম -

লেবুরপাতায় করমচা।
এবৃষ্টি থেমে যা ।।

খেলাধুলো, লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়াতে যে আগে শেষ করতো, আর সকলকে সে বলতো--

দুয়োহেরো।
বাগবাজারের মেড়ো।।

নিজেদের কথানা বলে অপরে কে কি করলো, কি বললো এনিয়ে মেতে থাকলেই শুনতে হয়েছে

যারবিয়ে তার মনে নেই।
পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।।

যার কাছ থেকেঅনেক সহযোগিতা পেয়েছি, তার ওপর যদি রাগ করেছি বা ঝগড়া করেছিআবার ছড়া শুনেছি --

যারশীল যার নোড়া।
তারইভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।।

ছোটোবেলায়কাজ করার ঝোঁক বেশী ছিল। দল বেঁধেকাজ করতে গিয়ে কাজটা পণ্ডও হয়ে যেত। তার জন্যও শুনতাম -

একঘরে সাত গিন্নী।
পুড়ে ম'ল ফ্যান্ গালুনী ।।

মাছ-ভাতখাওয়া হাত, সক্ড়ি হাত। জামা-কাপড়, বিছানা এমনকি ঘরের কোনো জায়গায় দেওয়া যাবে না। এনিয়েও ছড়া --

অভাগারমুখে সক্ড়ি।
ভাগ্যবানের কোটায় সক্ড়ি।।

কেউ কোনোকিছু খেতে না চাইলে তখনও ছড়া--

পড়েছোযবনের হাতে।
খানাখেতে হবে এক সাথে।।

সকাল থেকেবউদি কাজ সারছে , বাপের বাড়ী যাওয়ার জন্য। দিদিমা বললেন-

আজকেন বউ খর খর ।
আজযাবে বউ বাপ ঘর ।।

তখনকার দিনেসংসার থেকে কারা আলাদা থাকার কথা কানে এলেই তার উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি-

একলাঘরে একলা গিন্নী খেতে বড় সুখ ।
মারতেগেলে ধরতে নাই এই বড় দুখ ।।

যার ওপর রাগতাকে সামনে ঘোরা ফেরা করতে দেখলেই ছড়া-

যারে দেখতে নারি চরণ বাঁকা ।
তারসনে মোর নিত্য দেখা ।।

রোজ যাঁরাখাবার পরিবেশন করতেন তাদের আন্দাজ হয়ে যেতো কে কতটা খায় । কেউ কম বা বেশী খেলেই বলতেন -

বড়সড়াটি ভেঙ্গে গেছে ছোটো সড়াটি আছে।
বউনাচো আর কোঁদো আমার হাতের আট্কাল আছে ।।

জামাইদেরউদ্দেশ্যেও ঠাট্টা করে বৌদিরা বলতেন -

মেয়েআছে তাই জামাই-এর আদর।
নইলেজামাই গাছের বাঁদর ।।

কখনো বাখাবার বেশী দিয়ে বলতেন, নিছক রশিকতায় -

যাখায় না ঝি ।
তাজামাই-এর পাতে দি ।।

যদি মুদ্রাদোষবাবা ও ছেলের মধ্যে দেখা যেতো, সেখানেও ছড়া-

পেছনে কেন খাঁড়া।

বংশাবলীরধাড়া ।।

লোভনীয়খাবার পাতে বড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে দিয়েই গরমটা মালুম পাওয়া গেল। খাবার বের করার আগে ছড়া বেরোল -

পেলুমথালে দিলুম গালে।
পাপপুণ্যি নেই কোনো কালে ।।

ভাই ও বোনেরমধ্যে ভালবাসা কার বেশী গভীর। সে নিয়েও ছড়া -

শশা খেয়ে যেমন জলকে টান্ ।
ভাই-এর তেমন বোনকে টান্।।
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান্।
বোনের তেমন ভাইকে টান্ ।।

বাবারজীবিতাবস্থায় মেয়েদের বাপের বাড়ীতে আদর বা কদর থাকে। কিন্তু বাবার অবর্তমানে তা কমে যায়। ভাই ডাকলেও অভিমানী বোন যেতে নারাজহয়ে বলে -

বাপ রাজা রাজার ঝি ।
ভাই রাজা তো আমার কি?

বড়লোক আরগরীবলোকদের সঙ্গে ব্যবহারের কোনো তারতম্য হলে সেখানেও শুনতে পাওয়া যায়ছড়া -

ধনীর মাথায় ধর ছাতি।
নির্ধনের মাথায় মারো লাথি ।।

ছোটো থেকেই কাউকে সহবৎ শেখানো নাহ'লে তখন বলতে শুনেছি-

কচিতে না নুইলে বাঁশ।
বাঁশ করে গো ট্যাঁশ ট্যাশ ।।

কেউ অপরেরজিনিষ ভোগ দখল করলে তাকে শুনতে হয়েছে -

যার ধন তার ধন নয়।
নেপোয় মারে দই ।।

হয়তোকাউকে বোঝাবার চেষ্টা করছি - আমি কত কাজ জানি, কত কাজ করি। অমনি ছড়া-

যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী।
যার হাতের রান্না খাইনি সে বড়রাধুনী ।।

নিজে না করেকারো ভরসায় কাজ ফেলে রেখে দিলেই ছড়া -

পর প্রত্যাশা কর হায় ।
যাও বা আছে তাও বা নয় ।।

এই রকম বহুছড়া আছে, যা অল্প সময়ে আলোচনা হয়ে উঠবে না। ছোটো পরিবার হওয়ায় এখনকার প্রজন্ম সেই স্নেহ থেকেবঞ্চিত। যা হারিয়ে যাচ্ছে কালের অতলতলে ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com